কারিগরী বার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৪২৬
কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কারিগরী বার্তা

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

প্রধান উপদেষ্টা
এবং পৃষ্ঠপোষক - **শ্রী পূর্ণেন্দু বসু**
সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সভাপতি - **শ্রীমতী রোশনি সেন, আই.এ.এস.**
প্রধান সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

উপদেষ্টা - **শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, *আই.এ.এস.***
অতিরিক্ত সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, চেয়ার পার্সন
প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

শ্রীমতী মধুমিতা রায়, আই.এ.এস. (রিটায়ার্ড)
মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক, প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

নোড্যাল আধিকারিক - **শ্রী সুপর্ণ কুমার রায়চৌধুরী, ডাব্লু.বি.সি.এস. (এক্সিকিউটিভ)**
যুগ্ম সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

প্রধান সম্পাদক - **শ্রী বিপ্লব কুমার রায়, অতিরিক্ত অধিকর্তা**

সম্পাদক - **শ্রী সুরজিত মণ্ডল, যুগ্ম অধিকর্তা**
শ্রী শঙ্খ মিশ্র, সহ অধিকর্তা
শ্রী পার্থ দাস, বিশেষ-কর্তব্য আধিকারিক

স্কচ অ্যাওয়ার্ড, ২০২০

সম্মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ

সম্মাননীয়া প্রধান সচিবের সঙ্গে দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের কিছু উদ্যোগের চালচিত্র ঃ

১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের ব্যবস্থাপনায় গত ১০.০২.২০২০ থেকে ১৪.০২.২০২০ পর্যন্ত কলকাতার এন.আই.টি.টি.টি.আর. সংস্থায় ৫৭ জন বৃত্তিমূলক শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজিত হয়। এই সমস্ত শিক্ষক মহাশয়রা বৃত্তিমূলক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কম্পিউটার মেন্টেন্যান্স এবং নেটওয়ার্কিং বিষয়ে পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

২) আরেকটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজিত হল গত ২৪.০২.২০২০ থেকে ২৮.০২.২০২০ পর্যন্ত। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উচ্চমাধ্যমিক স্তরের **'বিজনেস অ্যান্ড কমার্স'** শাখার প্রায় ৫৩ জন শিক্ষক এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার এন.আই.টি.টি.টি.আর. সংস্থায় আয়োজিত এই কর্মসূচী শিক্ষক মহাশয়দের পাঠদানের উৎকর্ষবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে বলে জানা গেছে।

৩) সংসদের ব্যবস্থাপনায় **'সৌরশক্তি'** বিষয়ের উপর একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজিত হল কলকাতার মাদুরদহের এন. বি. ইনস্টিটিউট্ অফ্ রুরাল টেকনোলজি-তে ১৭.০২.২০২০ থেকে ২২.০২.২০২০ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিকের ১৬ জন শিক্ষক মহাশয় উপকৃত হয়েছেন। ঐ একই বিষয়ের উপর অন্য একটি কর্মসূচী আয়োজিত হয় গত ০৬.০১.২০২০ থেকে ১০.০১.২০২০ পর্যন্ত ঐ একই সংস্থায়। রাজ্যের সরকারি আই.টি.আই. থেকে ১৩ জন ইনস্ট্রাক্টর এবং রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির থেকে ২ জন ইনস্ট্রাক্টর এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষবার্তা ঃ

★ পঃ বঃ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ, কারিগরী ভবন, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০ ১৬০ গত ডিসেম্বর মাসে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্বল্পমেয়াদী (ছয় মাসের কোর্স) কোর্সের প্রশিক্ষণ শেষে প্রায় ৭০০০০ ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা সাফল্যের সাথে আয়োজন করল।

★ রাজ্যের ১৮২ টি অ্যাডভান্সড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রায় ৩৭০০ ছাত্র-ছাত্রী ২০১৯-এর শেষে সংসদ আয়োজিত চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছিল। গত ২০.০২.২০২০ তারিখে সংসদ ঐ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করল। মোবাইল ফোনের 'wbsctvesd results 2020' অ্যাপের মাধ্যমে ফল জানারও ব্যবস্থা করেছে সংসদ। সংসদ ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের শংসাপত্রগুলি অ্যাডভান্সড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ চালু করল দুটি নতুন কোর্স ঃ

(১) রেসপিরেটরি ফিজিসিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ

(ক) কেন এই কোর্স দরকার ?

শ্বাসকষ্ট জনিত রোগীদের যত্ন ও পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানব সম্পদের অভাব রয়েছে, অথচ সমাজে এই ধরনের সঠিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিসেবকের জোগান দেওয়ার জন্য এই কোর্সটি চালু করা দরকার হল।

(খ) কোর্সটি কত সময়ের ?

মোট ২৩০০ ঘন্টার। এর মধ্যে ১৮০০ ঘন্টা থিওরি এবং প্রাক্টিক্যালের জন্য নির্ধারিত। বাকি ৫০০ ঘন্টা বাস্তবক্ষেত্রে অন দ্য জব ট্রেনিং হবে।

(গ) কারা এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন ?

জীববিদ্যা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ঘ) কোথায় পড়বেন ?

ইনস্টিটিউট্ অফ্ পালমোকেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ, নিউটাউন, রাজারহাট।

(২) জুনিয়র লিফ্ট্ ইরেক্টর ঃ

(ক) কেন এই কোর্স দরকার ?

নগরায়নের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ি এবং ফ্ল্যাটগুলিতে বেড়ে চলেছে লিফট্ এবং এলিভেটর বসানোর কাজ। লিফট্ চালানোর জন্য, লিফট্ মেরামতির জন্য, নতুন এলিভেটর স্থাপনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কর্মী ও টেকনিসিয়ান-এর চাহিদা পূরণের জন্য এই কোর্সটি চালু করা দরকার হল।

(খ) কোর্সটি কত সময়ের ?

থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল মিলিয়ে এই কোর্সটি মোট ৫০০ ঘন্টার।

(গ) কারা এই কোর্সটি করতে পারবেন ?

সরকারি/বেসরকারি/সরকার পোষিত রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত যে কোন বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই কোর্সটি করতে পারবেন।

(ঘ) কোথায় পড়বেন ?

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া।

কারিগরী বার্তা
দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৪২৬
কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. সরকার

রাজ্যে বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিক (২০১৯) পরীক্ষায় সেরার সেরা পুরস্কার পেলেন ঋত্বিক এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (২০১৯) -এ শঙ্খশুভ্র

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা (কারিগরী ভবন প্রেক্ষাগৃহ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০)

পঃ বঃ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে কারিগরী ভবনের বিশাল প্রেক্ষাগৃহে ২০১৯ সালের বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিক এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজ্যের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উদ্বোধনী সংগীত এবং মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন পঃ বঃ সরকারের কারিগরী শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়, দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া, সংসদের চেয়ারপার্সন শ্রী সুব্রত ব্যানার্জ্জী এবং সংসদের মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রীমতী মধুমিতা রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির প্রধানশিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, রাজ্যের পলিটেকনিকগুলির অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সারা রাজ্য থেকে আমন্ত্রিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দিত, গর্বিত বাবা-মায়েরা। সে দিন যেন কারিগরী ভবনে চাঁদের হাট। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পপতিবৃন্দ, পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। সর্বোপরি অভিভাবক হিসাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন সবার প্রিয় বিদ্যোৎসাহী মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়। কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আমাদের গর্বের বাংলার সোনার ছেলে-মেয়েরা। প্রেক্ষাগৃহের বাইরের চওড়া বারান্দায় সংসদের মহিলাকর্মীবৃন্দ ব্যস্ত ছিলেন অতিথিবরণ এবং রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে আসা প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের পর প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের সাহায্যের কাজে।

প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে আনন্দময় সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠান শুরু হল দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী, প্রধান সচিব এবং সংসদের পদস্থ আধিকারিকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত অনুপ্রেরণাময় বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। ২০১৯-এর পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মন্ত্রী মহাশয় মঞ্চে ডেকে নিলেন ট্রেনের কামরায় ঘুরে ঘুরে বাদাম বিক্রি করে সরকারি পলিটেকনিকে পড়া ছাত্র মিঠুন বিশ্বাসকে। উপস্থিত সুধীবৃন্দের মনে প্রশ্ন - মিঠুন তো কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় নেই, তাহলে তাকে মঞ্চে ডাকা হচ্ছে কেন? অনুষ্ঠানের সূত্রধর-সঞ্চালক শ্রী মলয় ঘোষ উপস্থিত সুধীবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় করালেন মিঠুনের ''নদীয়া জেলায় বেতাই-এর বাবাসাহেব আম্বেদকর সরকারি পলিটেকনিক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে মিঠুন। বাড়ি রানাঘাট থানার রাঘবপুর পূর্বপাড়ায়। পরিবারে আছেন মা আর ঠাকুরমা। সংসারের খরচ জোগাড় করাই দায় মিঠুনের। দুচোখে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন। অদম্য জেদকে পাথেয় করে পড়াশোনা করা মিঠুন বিশ্বাসকে সংসারে টাকার জোগানের জন্য শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর লাইনের ট্রেনে বাদাম বিক্রি করতে হয়। এহেন মিঠুন বিশ্বাসকে পঃ বঃ সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে দপ্তর আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে দিতে চাইছে। সঞ্চালকের ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র সারা প্রেক্ষাগৃহ হাত-তালিতে ফেটে পড়ল। কত আশীর্বাদ শুভেচ্ছা - মিঠুনের জন্য। মিঠুনের মলিন মুখে আনাবিল হাসি, চোখে জল। এবার পুরস্কার, সংবর্ধনা এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য মঞ্চে ডাকা হল - বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা-২০১৯-এর সেরার সেরা শ্রী ঋত্বিক দাস-কে। ঋত্বিক পুরুলিয়া জেলার যোগদা সৎসঙ্গ ক্ষিরোদাময়ী বিদ্যাপীঠ-এর বৃত্তিমূলক শাখার ছাত্র। এগ্রিকালচার বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারি। আবার বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিক কোর্সের চারটি বিভাগ (এগ্রিকালচার, বিজনেস অ্যান্ড কমার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড হোম সায়েন্স) মিলিয়ে রাজ্যের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী। আর্থিক পুরস্কার পেল - বিভাগীয় প্রথম হওয়ার জন্য ৬ হাজার টাকা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সেরার সেরা হওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও পেল শংসাপত্র।

এরপর মঞ্চে ডাকা হল - ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পোষ্ট ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা-২০১৯-এর বাংলার সেরার সেরা - শ্রী শঙ্খশুভ্র রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড়-এর ছাত্র। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে ৯৬.৭% নাম্বার পেয়ে নিজের বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আবার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ৩৫টি বিভাগ ও পোষ্ট ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ২টি বিভাগ মিলিয়ে রাজ্যের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেক মধ্যেও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সংবর্ধনা, শংসাপত্র ছাড়াও শঙ্খশুভ্র জিতে নিল - বিভাগীয় প্রথম হিসাবে ১০ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সেরার সেরা হিসাবে১৫ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার। দর্শক আসনে শঙ্খশুভ্রর গর্বিত বাবা শ্রী ঠাকুরদাস পাল, তার মা এবং শিক্ষক মহাশয় শ্রী সুব্রত দত্তের মুখে চওড়া হাসি।

এরপর বিভাগ অনুযায়ী বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে একে একে সংবর্ধনা, আর্থিক পুরস্কারের চেক এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল।

বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীদের আর্থিক পুরস্কার মূল্য ঃ-
প্রথম স্থান - ৬০০০/- টাকা, দ্বিতীয় স্থান - ৪০০০/- টাকা,
তৃতীয় স্থান - ২০০০/- টাকা, যুগ্ম তৃতীয় স্থান - ২০০০/- টাকা।

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে পুরস্কৃত হল তাদের তালিকা -

(ক) বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিকের 'এগ্রিকালচার' বিভাগ থেকে -

১) **ঋত্বিক দাস** - যোগদা সংসঙ্গ ক্ষিরোদাময়ী বিদ্যাপীঠ - পুরুলিয়া - **প্রথম স্থান**

২) **সোমনাথ মান্না** - যোগদা সংসঙ্গ ক্ষিরোদাময়ী বিদ্যাপীঠ - পুরুলিয়া - **দ্বিতীয় স্থান**

৩) **কোয়েল মান্না** - পাঁশকুড়া ব্রাডলি বার্ট হাইস্কুল - পূর্ব মেদিনীপুর - **তৃতীয় স্থান**

৪) **অলোক মাহাতো** - যোগদা সংসঙ্গ ক্ষিরোদাময়ী বিদ্যাপীঠ - পুরুলিয়া - **যুগ্ম তৃতীয় স্থান**

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আর্থিক পুরস্কারের চেক এবং শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মাননীয় মন্ত্রী, প্রধান সচিব, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ

(খ) বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিকের 'বিজনেস অ্যান্ড কমার্স' বিভাগ থেকে -

১) **সোমনাথ রানু** - চক ইসলামপুর এস.সি.এস. হাইস্কুল - মুর্শিদাবাদ - **প্রথম স্থান**

২) **সালেনুর খাতুন** - চক ইসলামপুর এস.সি.এস. হাইস্কুল - মুর্শিদাবাদ - **দ্বিতীয় স্থান**

৩) **ইশোর রায়** - মালঞ্চ হাইস্কুল - উত্তর দিনাজপুর - **তৃতীয় স্থান**

(গ) বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিকের 'ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' বিভাগ থেকে -

১) **সোমা সরকার** - পশ্চিম পুঁটিয়ারি সুখরঞ্জন বিদ্যামন্দির - কলকাতা - **প্রথম স্থান**

২) **তন্ময় সরকার** - পশ্চিম পুঁটিয়ারি সুখরঞ্জন বিদ্যামন্দির - কলকাতা - **দ্বিতীয় স্থান**

৩) **শক্তিপদ আদক** - পাঁশকুড়া ব্রাডলি বার্ট হাইস্কুল - পূর্ব মেদিনীপুর - **তৃতীয় স্থান**

(ঘ) বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিকের 'হোম সায়েন্স' বিভাগ থেকে -

১) **নবনীতা সরকার** - শক্তিপুর কে.এম.সি. ইনস্টিটিউশন - মুর্শিদাবাদ - **প্রথম স্থান**

২) **রোকেয়া খাতুন** - শক্তিপুর কে.এম.সি. ইনস্টিটিউশন - মুর্শিদাবাদ - **দ্বিতীয় স্থান**

৩) **মৌমিতা মাহতো** - হুরাতানা মজফ ফর অমেদ একাডেমি - পুরুলিয়া - **তৃতীয় স্থান**

৪) **প্রীতি হাজরা** - শক্তিপুর কে.এম.সি. ইনস্টিটিউশন - মুর্শিদাবাদ - **যুগ্ম তৃতীয় স্থান**

বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনা, পুরস্কার এবং শংসাপত্র দেওয়া শেষ হলে **ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং - ২০১৯ পরীক্ষায় কৃতীদের হাতে বিভাগ অনুযায়ী একে একে সংবর্ধনা, আর্থিক পুরস্কারের চেক এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। যারা এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হল, সেই সমস্ত সোনার ছেলেমেয়েদের নামগুলো**

১) মুর্শিদাবাদ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি থেকে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - সুস্মিতা জানা

২) উইমেন্স পলিটেকনিক চন্দননগর থেকে আর্কিটেকচার বিভাগে - প্রথম - প্রীতমা দত্ত

৩) উইমেন্স পলিটেকনিক চন্দননগর থেকে আর্কিটেকচার বিভাগে - দ্বিতীয় - মিতালী দে

৪) নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিক থেকে আর্কিটেকচার বিভাগে -তৃতীয় - অন্বেষা পাল

৫) কিংস্টন পলিটেকনিক থেকে অটোমোবাইল বিভাগে - প্রথম - অভিষেক পাঠক

৬) কোচবিহার পলিটেকনিক থেকে অটোমোবাইল বিভাগে - দ্বিতীয় - অনীক দত্ত

৭) বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কাটোয়া থেকে অটোমোবাইল বিভাগে - তৃতীয় - সুনেত্র পাল

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আর্থিক পুরস্কার মূল্য

প্রথম স্থান	-	১০,০০০/- টাকা
দ্বিতীয় স্থান	-	৫,০০০/- টাকা
যুগ্ম দ্বিতীয় স্থান	-	৫,০০০/- টাকা
তৃতীয় স্থান	-	৩,০০০/- টাকা
যুগ্ম তৃতীয় স্থান	-	৩,০০০/- টাকা

৮) হুগলী ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - সাহারিয়া মন্ডল

৯) ডঃ মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, হলদিয়া থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - দিলিপ ভৌমিক

১০) কে.পি.এস. ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - দেবব্রত সিংহরায়

১১) আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস পলিটেকনিক, বেড়াচাঁপা থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - অঙ্কিতা পাল

১২) ডিসকভারি ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - তৃতীয় - সুরোজ বিশ্বাস

১৩) উইমেন্স পলিটেকনিক, চন্দননগর থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - ঋতুপর্ণা মাইতি

১৪) কে.জি. ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে - দ্বিতীয় - অঙ্কিতা কুন্ডু

১৫) জে. আই. এস. পলিটেকনিক থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে - তৃতীয় - অনামিকা রায়

১৬) উইমেন্স পলিটেকনিক, চন্দননগর থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে - যুগ্ম তৃতীয় - গীতশ্রী দাস

১৭) শেখপাড়া এ.আর.এম. পলিটেকনিক থেকে কম্পিউটার সফটওয়্যার টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - সাবনাজ পারভিন

১৮) ইসলামপুর সরকারি পলিটেকনিক, উঃ দিনাজপুর থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগে - প্রথম - পবিত্র বিশ্বাস

১৯) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - শুভজিৎ দে

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আর্থিক পুরস্কারের চেক এবং শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মাননীয় মন্ত্রী, প্রধান সচিব, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ

২০) হুগলী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - শুভজিৎ পাল

২১) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - যুগ্ম তৃতীয় - বিষ্ণুপদ পাল

২২) বি.পি.সি. ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - যুগ্ম তৃতীয় - সৌগত দেবনাথ

২৩) নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - যুগ্ম তৃতীয় - দিশা দেবনাথ

২৪) কোলাঘাট গভঃ পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম বিভাগে - প্রথম - জিৎ চক্রবর্তী

২৫) কোলাঘাট গভঃ পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইনড্রাষ্ট্রিয়াল কন্ট্রোল) বিভাগে - প্রথম - রণজিৎ মন্ডল

২৬) জঙ্গিপুর গভঃ পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - গোবিন্দপ্রসাদ জানা

২৭) মুরারই গভঃ পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - এম. ডি. সিরাজুদ্দিন

২৮) বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - তনুশ্রী দত্ত

২৯) নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - নিলুফা ইয়াসমিন

৩০) এ. পি. সি. রায় পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - তৃতীয় - আকাঙ্খা মিশ্র

৩১) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - কৌশিক দে

৩২) কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - মনিষা মন্ডল

৩৩) কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - তৃতীয় - দীপ্তিপ্রকাশ সিনহা

৩৪) এ. পি. সি. রায় পলিটেকনিক থেকে ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - তনুশ্রী ব্যনার্জী

৩৫) এ. পি. সি. রায় পলিটেকনিক থেকে ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি বিভাগে - দ্বিতীয় - বিকাশ ঘোষ

৩৬) মিরমদন মোহনলাল গভঃ পলিটেকনিক থেকে ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি বিভাগে - তৃতীয় - সৌরভ রায়

৩৭) সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং সেন্টার, বজবজ, থেকে ফুটওয়্যার টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - শ্রীপর্ণা সাধুখাঁ

৩৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট, ব্যান্ডেল, হুগলি, জি. আই. এস. অ্যান্ড জি. পি. এস. বিভাগে - প্রথম - কৌশিক ঘোষ

৩৯) বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কাটোয়া থেকে প্রথম - ইন্দিরা রায়

৪০) বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কাটোয়া থেকে - দ্বিতীয় - বিশ্বজিৎ রায়

৪১) ময়নাগুড়ি গভঃ পলিটেকনিক, জলপাইগুড়ি থেকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - শুভানন্দ মজুমদার

৪২) সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং সেন্টার, বজবজ, থেকে লেদার গুডস্ টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - তানিয়া পাল

৪৩) নিউ হরাইজন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, দুর্গাপুর থেকে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - হিমাংশু আকুলি

৪৪) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় থেকে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - তৃতীয় - প্রসেনজিৎ রায়

৪৫) নজরুল সেন্টেনারি পলিটেকনিক, রূপনারায়নপুর, বর্ধমান থেকে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রোডাকশন) বিভাগে - প্রথম - মণীশ কুমার

৪৬) নজরুল সেন্টেনারি পলিটেকনিক, রূপনারায়নপুর, বর্ধমান থেকে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রোডাকশন) বিভাগে - দ্বিতীয় - সত্যদীপন সাহু

৪৭) নজরুল সেন্টেনারি পলিটেকনিক, রূপনারায়নপুর, বর্ধমান থেকে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রোডাকশন) বিভাগে - তৃতীয় - সুদীপ দাস

৪৮) সেখপাড়া এ.আর.এম. পলিটেকনিক, মুর্শিদাবাদ থেকে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - নুরুজ্জামান সেখ

৪৯) আসানসোল পলিটেকনিক থেকে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - ইমনকল্যাণ দত্ত

৫০) আসানসোল পলিটেকনিক থেকে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - শুভম পাল

৫১) আসানসোল পলিটেকনিক থেকে মেইন সার্ভেইং বিভাগে - প্রথম - ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য

৫২) আসানসোল পলিটেকনিক থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - রাকেশ কুমার রায়

৫৩) উইমেন্স পলিটেকনিক, কলকাতা থেকে মডার্ন অফিস প্র্যাক্টিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগে - প্রথম - নিরাজিতা দে

৫৪) রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি, কলকাতা থেকে মাল্টিমিডিয়া টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - সারিফুল ইসলাম

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আর্থিক পুরস্কারের চেক এবং শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মাননীয় মন্ত্রী, প্রধান সচিব, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ

৫৫) বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি, কলকাতা থেকে প্যাকেজিং টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - দেবাশীষ পাল

৫৬) রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি, কলকাতা থেকে ফটোগ্রাফি বিভাগে - প্রথম - রিত্বিকা সিং

৫৭) রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি, কলকাতা থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - অতনু দাস

৫৮) টেকনিক পলিটেকনিক থেকে সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - অমিত কুমার পাল

৫৯) টেকনিক পলিটেকনিক থেকে সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - দ্বিতীয় - সুমন মিত্র

৬০) ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট থেকে সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - তৃতীয় - প্রীতম ভট্টাচার্য

৬১) কন্টাই পলিটেকনিক, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ফার্মাসি বিভাগে - প্রথম - অর্চিতা মাইতি

৬২) জাকির হুসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি, মুর্শিদাবাদ থেকে ফার্মাসি বিভাগে - দ্বিতীয় - তানিয়া পারভিন

৬৩) কন্টাই পলিটেকনিক থেকে ফার্মাসি বিভাগে - তৃতীয় - সবিতা পান্ডা

৬৪) এলিট ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি বিভাগে - প্রথম - রিকিতা ঘেটো

৬৫) উইমেন্স পলিটেকনিক, কলকাতা থেকে থ্রি ডি অ্যানিমেশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স বিভাগে - প্রথম - অনন্যা মিশ্র

৬৬) সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক থেকে পোষ্ট ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক্স বিভাগে - প্রথম - শতরূপা দুয়ারী

৬৭) ডঃ মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, হলদিয়া, পোষ্ট ডিপ্লোমা ইন পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে - প্রথম - তানিয়া নন্দী

বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকে মোট ১৫ জন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ৬৭ জন, পোষ্ট ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ২ জন কৃতি পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান, শিক্ষাবিদ এবং শিল্পসংস্থার বিভিন্ন কর্ণধার তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ পথের দিশা দেখান এবং পড়াশোনায় আরো উন্নতির জন্য শুভেচ্ছা জানান। **সম্মাননীয় মন্ত্রি শ্রী পূর্ণেন্দু বসু জানালেন - "মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পলিটেকনিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাতেও ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উজ্জীবিত হয় সেই জন্য এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আমরা চালু করলাম। এরপর রাজ্যের প্রত্যেকটা জেলায় এই ধরনের অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে।"** বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় সার্থক অনুষ্ঠানটি শেষ হল সমবেত জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে।

উৎকর্ষ পার্বণ - ২০২০

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পঃ বঃ সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের 'উৎকর্ষ বাংলা' কর্মপ্রকল্পের বাস্তবায়ক সংস্থা পি.বি.এস.এস.ডি.-র উদ্যোগে দঃ ২৪ পরগণা জেলায় আয়োজিত হল এক বিশাল কর্মমেলা 'উৎকর্ষ পার্বণ'২০২০। পঃ বঃ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভলপমেন্ট (পি.বি.এস.এস.ডি.)-এর ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা রাজ্যে যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চলছে তার সুমিষ্ট ফল এখন রাজ্যের ছেলে মেয়েদের হাতে আসতে শুরু করেছে। 'উৎকর্ষ পার্বণ'২০২০ দঃ ২৪ পরগণা জেলার কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে সুপ্রশিক্ষিত হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের একছাদের তলায় একদিনে কর্মসংস্থান দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়। এ দিনের এই বিশাল কর্মমেলায় দঃ ২৪ পরগণা জেলার প্রায় ৩১৬২ জন কর্মপ্রার্থী ছেলে-মেয়ে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। 'উৎকর্ষ বাংলা'র প্রায় ৪০টি ইন্ডাষ্ট্রি পার্টনার এই কর্মমেলায় অংশগ্রহণ করে। ভারত চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি ছিল এই কর্মমেলার চেম্বার পার্টনার, বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস সেক্টর স্কিল কাউন্সিল এবং ন্যাসকম ছিল এই কর্মমেলার প্রধান সমর্থক। উদ্বোধনি বক্তব্যে কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ণ দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রি শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয় দঃ ২৪ পরগণার মাননীয় জেলাশাষক ডঃ পি. উলগানাথন, আই.এ.এস.-এর নেতৃত্বে সমগ্র জেলা প্রশাসন যেভাবে জেলার সর্বত্র 'উৎকর্ষ বাংলা' কর্মপ্রকল্পের বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার প্রশংসা করেন এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মাননীয় মন্ত্রি 'উৎকর্ষ বাংলা'-র সার্থক বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের সাথে জড়িত সকলকেএক ছাদের তলায় একটি মঞ্চে নিয়ে এসে এই ধরনের বিশাল কর্মমেলার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি 'উৎকর্ষ বাংলা'র প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য দঃ ২৪ পরগণা জেলার ছেলে-মেয়েরা যেভাবে বিপুল সংখ্যায় এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার প্রশংসা করেন এবং এটা দঃ ২৪ পরগণা জেলার একটি সাফল্য বলে উল্লেখ করেন। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের বয়স, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি বিষয় তিনি তথ্যসহযোগে আলোচনা করেন। কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর 'উৎকর্ষ বাংলা'র ছেলে-মেয়েদের আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ চলাকালীন যাতায়াত এবং জল-খাবারের জন্য যে অনুদানের ব্যবস্থা করেছে তার যথাযোগ্য ব্যবহার করতে বলেন যাতে করে ছেলে-মেয়েরা আর্থিক অনটনের জন্য প্রশিক্ষণ বিমুখ না হয়। সম্মাননীয় মন্ত্রি মহাশয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনকে 'উৎকর্ষ বাংলা' আরো বেশি করে বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ফ্রেমওয়ার্ক নির্বাচন করার পরামর্শ দেন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কঠিন পরিস্থিতি সত্যি করে মোকাবিলা করতে হবে তার

পথনির্দেশ দেন। কাজের বাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন আই.টি., রিটেল, বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস, হেলথ্‌কেয়ার, হসপিটালিটি, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদিতে দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনীতা কতখানি এবং 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প রাজ্যের স্কিল ইকোসিস্টেম (দক্ষতা বাস্তুতন্ত্র) আরো ভালো করার জন্য কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা ব্যাখ্যা করেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলের স্পোর্টস সেক্টরের উন্নতির জন্য এই কর্মপ্রকল্প কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে তাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঘর-গৃহস্থালি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'উৎকর্ষ বাংলা'র অবদান দিনে দিনে কিভাবে ছাপ ফেলছে, কৃষি এবং কৃষকসংক্রান্ত ক্ষেত্রে কিভাবে উন্নয়ন হচ্ছে তার বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন। এই কর্মমেলায় দিনের শেষে সর্বমোট ১১৭১ জন ছেলে-মেয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়।

পশ্চিমবঙ্গের কর্মপ্রকল্প সারা দেশের মধ্যে "স্কিল ডেভেলপমেন্ট" বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ও স্কচ স্বর্ণপদক অর্জন করল

ভারতের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রে স্কচ গ্রুপ হল একটি শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি উপদেষ্টা-বৃত্তি, ফিল্ড ইন্টারভেনশন, গবেষণা, প্রভাব মূল্যায়ন নির্ধারণ করা এবং সংক্ষিপ্ত আকারে নীতিমালা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সুউচ্চমানের একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। প্রশাসন, অর্থ, প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য দেশের একটি সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান প্রদানের জন্য স্কচ গ্রুপ স্বতন্ত্র উদ্যোগ নিয়েছে।

সারা ভারতবর্ষ-ব্যাপী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রদানযোগ্য স্কচ পুরস্কার অর্জনের উদ্দেশ্যে পঃ বঃ সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর তার প্রমুখ কর্মপ্রকল্প উপস্থাপনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বিষয় এবং বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ এবং পিয়ার ইভ্যালুয়েশন প্রসেস সমন্বিত একটি জাতীয় জুরি দ্বারা আমাদের উপস্থাপনটি গৃহীত হয়েছিল। আমাদের মডেলটিকে জনগণের ভোটদানের মাধ্যমে রায় নেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।

ভারতের প্রধান প্রধান ১৫% প্রকল্পে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য আমাদের প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে 'স্কচ অর্ডার অফ মেরিট' নামক সেমি-ফাইনালের শংসাপত্র লাভ করেছিল।

তারপর ১১.০১.২০২০ তারিখে ইন্ডিয়া হ্যাবিটাট সেন্টার, নতুন দিল্লিতে স্কচ সামিট সম্পর্কিত সারাদিনব্যাপী একটি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় আমাদের দপ্তর একটি স্টল খোলার মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ প্রদর্শনীতে শ্রী সুরজিত মন্ডল, যুগ্ম অধিকর্তা এবং শ্রী সুব্রত দাস, উপ-অধিকর্তা কারিগরী দপ্তরের তরফে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কৃতিত্ব অর্জন করার ব্যাপারে আমাদের উক্ত মডেলের মৌলিক গঠন সুবিধা, বিশেষত্ব ও ভূমিকা, সাফল্য-কে সমবেত বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় তাদের ভোট পাওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রায় ৩০০ জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন।

এটি একটি পরম গর্বের বিষয়, এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে 'দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল মডেল অফ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ফর আই.টি.আই.' মডেলটি সারা দেশের মধ্যে "স্কিল ডেভলপমেন্ট" বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। স্কচ সামিট-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই মডেলকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

গত ৩রা ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে গভঃ আই.টি.আই. ফর পি.সি.বি.জি., কলকাতা সারা বিশ্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের সকল ট্রেনি ও স্টাফবৃন্দ কাজের দ্বিতীয়ার্ধে কারিগরি ভবনের দ্বিতীয় তলের এক সভাহলে সমবেত হয়ে দিনটিকে স্মরণীয় করে তোলেন। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডঃ রবীন দেবনাথ মহাশয় তাঁর স্বল্প ভাষণে রাজ্য সরকারের এই প্রতিষ্ঠানের একাধিক কার্যকলাপ ও অবদানের কথা স্মরণ করান। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান, সাহায্য ও সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেন। "বিশেষ ভাবে সক্ষম" ট্রেনিদের বিভিন্ন এস.সি.ভি.টি., ভারত সরকার অনুমোদিত ট্রেড যথাযথ স্কিল ট্রেনিং-এর মাধ্যমে পারদর্শী করে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্যে সকলকে আরও কাজ ও সহায়তা করবার অনুরোধ জানান।

অতঃপর ডি.টি.পি.ও. ট্রেডের এক "বিশেষ ভাবে সক্ষম ট্রেনি" তাঁর জীবনের পথ চলার কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে খুবই সফল ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিভাবান "বিশেষভাবে সক্ষম" কয়েক জনের নাম উল্লেখ করে বলেন এঁরাই তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা। তারপর ট্রেনিদের নাচ-গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরও অনন্দময় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় ও মিষ্টি প্রদান করা হয়।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আর্থিক পুরস্কারের চেক এবং শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মাননীয় মন্ত্রী, প্রধান সচিব, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ

পঃ বঃ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং
দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের অ্যানুয়াল রিপোর্ট
[২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ (২০১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত)]
প্রকাশ করলেন সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

মেগা জব ফেয়ার

গত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (পি.বি.এস.এস.ডি.) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল চাকুরি মেলা আয়োজিত হয়। এই চাকুরি মেলায় প্রায় ১৫০০ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয় এবং ৩২২ জন ছাত্র-ছাত্রী চাকুরি পায়। অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই উদ্যোগে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা দারুনভাবে উপকৃত হয়েছে।

মেগা জব ফেয়ার-এ চাকুরী প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের
অণুপ্রেরিত করছেন শিল্প সংস্থার এক বিশিষ্ট কর্ণধার

ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বক্তব্য রাখছেন পঃ বঃ রাজ্য কারিগরী ও
বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের
চেয়ার পার্সন শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী মহাশয়

'সৌরশক্তি' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীতে শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে
সংসদের মাননীয়া মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রীমতী মধুমিতা রায় মহাশয়া

ত্রাণ তহবিলে দান

পশ্চিমবঙ্গের সম্মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ গত ৬ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখে দপ্তরের পক্ষ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট্ ইমার্জেন্সী রিলিফ ফান্ডে পনেরো লক্ষ টাকা দান করল। করোনা আক্রান্ত রাজ্যের মানুষদের সাহায্যের জন্য এই দান করতে পেরে সংসদ তথা দপ্তরের সকল কর্মীবৃন্দ আনন্দিত।

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. সরকার, কারিগরী ভবন, বি/সেভেন, অ্যাকশন এরিয়া-তিন, রাজারহাট-নিউটাউন, কলকাতা-৭০০ ১৬০ থেকে মুদ্রিত, প্রকাশিত এবং সঞ্চালিত।
ওয়েবসাইট-www.wbtetsd.gov.in, দূরভাষ -(০৩৩) ২৩৪০৩৬৪১